গাংনীতে পৃথক অভিযানে ফেন্সিডিলসহ ২ জন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে ২৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কল্যানপুর কালীতলা মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে মহিদুল (৩৫) কে ও একই উপজেলার সহড়াতলা গ্রাম থেকে সজিব হোসেন (২০) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। মহিদুল ইসলাম গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে ও সজিব একই গ্রামের লালন হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এসআই অজয় কুমার কুন্ডু, বিশ্বজিৎ সরকার, এএসআই মাহাতাব উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে

কল্যানপুর কালীতলা মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে মহিদুলকে ২০ বোতল ও সজিব হোসেন কে তার নিজ বাড়ি থেকে ৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে পুলিশের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি,নিরাপদ সমাজ গড়ি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিট নং৪ (কাথুলী) এর উদ্যোগে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকালে উপজেলার গাড়াবাড়িয়ায় এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাওলানা

আলামিন হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বজলুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সরোয়ার।

গাংনী থানার তদন্ত ওসি শাহ আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন,সাধারণ জনগণের সেবার জন্য আমরা পুলিশ বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত আছি।এলাকার সমস্যা দূর করে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে পুলিশের পাশাপাশি সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

ওসি বজলুর রহমান বলেন,পুলিশ জনগণের বন্ধু। এলাকার যে কোন সমস্যা নিয়ে পুলিশের নিকট হাজির হলে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে।এ জন্য পুলিশের কার্যক্রমকে ছোট ছোট ভাগ করে বিট পুলিশিং গঠন করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সরোয়ার বলেন,আপনাদের এলাকায় মাদক,সন্ত্রাস,বাল্যবিবাহ সহ নানা ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ সংঘটিত হলে আপনারা অতি দ্রুত পুলিশকে জানাবেন পুলিশ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।পুলিশের সেবা এখন ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। আমাদদের বেতন হয় জনগনের টাকায় আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা জনগনের চাকর জনগনের সেবা করায় আমাদের নিতী। আর এই সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে হলে এলাকার সকল মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

আগামী ইউপি নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনার ভোট আপনি দিবেন যাকে খুশি তাকে দিবেন। পুলিশ ভোটারদের নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করবে।ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে স্বাধীনভাবে ভোট দেবে। আশা করি আগামী নির্বাচনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না।যদি কোনো আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী ঘটনা ঘটে তাহলে পুলিশ সাথে সাথে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও তথ্য

ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধঞ্জলী অর্পন

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি এবং সফর সঙ্গী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনার ওয়াকার- উজ্ -জামান এসজিপি, পিএসসি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
সোমবার সকালে মেহেরপুরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্যেশে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার যোগে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন। মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক গার্ড অফ অনার প্রদান শেষে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অবস্থিত স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ মনসুর আলম খান, বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী অনিরুদ্ধ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবদুল হাসেম এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে মানুষ ঘরে বসে সারা দুনিয়া

দেখছে

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি বলেছেন, চারটি মূল স্তম্ভের উপর ডিজিটাল বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পেরেছি। সেই চারটি ভিত্তির প্রথমত বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে তৈরি করা, দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণের কাছে সুলভ মূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়া, তৃতীয়ত সরকারের সকল সেবাকে ডিজিটাল মাধ্যমে সুলভ মূল্যে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং চতুর্থ হলো একটি আধুনিক প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তোলা। সেই কল্যাণে মানুষ ঘরে বসে সারা দুনিয়া দেখছে।
সোমবার সকালে মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংলগ্ন শেখ কামাল আইটি ও ইনকিবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সাল তিনটি বিশেষ কারণে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমত ২০২০- ২১ আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি, দ্বিতীয়ত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি এবং তৃতীয়ত প্রধানমন্ত্রী একটি শ্রমনির্ভর অর্থনৈতিক দরিদ্র বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা যে রুপকল্প ২০২১ ঘোষনা করেছিলেন আমরা তা বাস্তবায়ন করেছি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০০৮ সালে যখন বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ ঘরে বিদ্যুৎ ছিল না। যখন বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৬ লাখ। যখন বাংলাদেশের সরকারি সেবা ডিজিটাল প্লাটফর্মে তো দূরের কথা কর্মকর্তাদের ই-মেইল করার সুযোগ ছিল না। বাংলাদেশের গ্রামগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো। বাংলাদেশ আধুনিক প্রযুক্তির কোন ছোঁয়া ছিলনা। প্রযুক্তিশিল্প বলতে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না সেই ১২ বছর আগের দরিদ্র বাংলাদেশকে একটি প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। ডিজিটাল বাংলাদেশের যে মূল অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন তরুণ প্রজন্মের অহংকার সজীব ওয়াজেদ জয়।
তিনি আরো বলেন, মহামারী করোনার কারণে যখন শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পথে তখন এই আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার

সুযোগ করে দিয়েছে সরকার। আজ থেকে বারো বছর আগে যখন শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ই-মেলের কথা ভাবতেও পারেনি। বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র তথ্য উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয় তার মেধা খাটিয়ে আইসিটির মাধ্যমে ই-মেলসহ সকল ধরণের তথ্য আদান-প্রদান করার ব্যবস্থা করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছার কারণে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। আজ যে আইটি ও ইনকিবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তুরের উদ্বোধন করা হলো সেখানে দেশ-বিদেশের আইসিটি বিশেজ্ঞদের সহযোগিতায় এলাকার বেকার-যুবকরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠবে। এমনকি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেনেন্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এসজিপি,পিএসসি, বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগ্রেডিয়ার কাজী অনিরুদ্ধ, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।
ডিজিটাল বাংলাদেশ, আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ হাই টেক পার্কের তত্ত্বাবধানে মেহেরপুরে শেখ কামাল আইটি ট্রেণিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের কাজ শুরু হচ্ছে। আগামী বছরের জুনে এর কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

একদিনের সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুর আসছেন দুই প্রতিমন্ত্রী

একদিনের সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুর আসছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক

সোমবার সকালে হেলিকপ্টারযোগে প্রতিমন্ত্রীদ্বয় মেহেরপুরে এসে পৌঁছাবেন। সকাল ১০ টায় মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংলগ্ন স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।

মুজিবনগরে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক উঠান বৈঠক

সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব,মিথ্যা প্রচার, সাইবার বুলিং, মাদক, জুয়া, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ,নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং সহ সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক উঠান বৈঠক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

রবিবার বিকালে মোনাখালী ইউনিয়নের ২ নং বিট পুলিশিং কার্যালয়ের আয়োজনে মোনাখালী ছাতিমতলা প্রাঙ্গনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উঠান বৈঠকে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম জামি।বিশ্বনাথপুর পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই ইসমাইল হোসেনের সন্চালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ত) শরিফুল ইসলাম,দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ আলী প্রমুখ।

মেহেরপুরে ছেলের বিরুদ্ধে

মায়ের মামলা

মেহেরপুরে সন্তান ও নাতীর অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিকার ও জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে নাজেরা বেগম নামের এক বৃদ্ধা নারী আদালতে মামলা করেছেন। আজ রবিবার (৩১অক্টোবর) মেহেরপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে জ্যেষ্ঠপুত্র সামসুল আলম পিন্টু ও নাতি (বড় ছেলের সন্তান) সালেহিন আলম অংকুরের নামে মামলাটি দাখিল করেন। সিআর মামলা নং ৩৮৪। ভুক্তভোগী ওই বৃদ্ধা মেহেরপুর শহরের ২নং ওর্য়াডের মৃত আবদুল কুদ্দুসের স্ত্রী।

নাজেরা বেগম তার লিখিত আরজিতে বলেন, আমি একজন বিধবা নারী। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সামসুল আলম পিন্টু ও সালেহিন আলম অংকুর আমার নিজ সম্পতি বন্দক রেখে রুপালী ব্যাংক মেহেরপুর থেকে ৫ লক্ষ টাকা লোন নেয়। দীর্ঘদিন লোনের টাকা পরিশোধ না করে আমাকে ফেলে অন্যত্র চলে যায়। ব্যাংক লোনের সুদসহ মোট ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে আমার জমি রক্ষা করি। এরপর আমার বড় ছেলে ও নাতি কয়েকজন গুন্ডা নিয়ে আমাকে শারীরীক ও মানসিক নির্যাতন করে। পরে গত ২৭/০২/২১ ইং তারিখে মেহেরপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করি। যার নং ১৪৮৭। সাধারণ ডায়েরী করায় তারা বাপ ও বেটা মিলে কয়েক মাস চুপ থাকে। কিন্তু গতকাল শনিবার (৩০ অক্টোবর) পুনরায় হাতুড়ি লোহার রড ও দেশীয় অস্ত্রসহ ১০/১২ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল আমার বাড়ি ভাংচুর করে এবং আমাকে হুইল চেয়ার থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। এবং বলে আমার বাড়ির জমি তাদের নামে লিখে দিতে হবে। আমি নিজেকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করলে আমার অন্যান্য সন্তান ও প্রতিবেশিরা এগিয়ে আসলে তাদেরকে জখম করে। স্থানীয়রা আহতেদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে নামেজরা বেগমের বড় ছেলে পিন্টু বিষয়টি অস্বিকার করে বলেন, আমি টাকা নেবার বিষয়ে কিছুই জানিনা। তবে টাকা নিয়ে ছিল আমার ছেলে। আমি টাকা পরিশোধ করার সময় চেয়েছিলাম তারা আমাকে সেই সময় দেয়নি।

নাজেরা বেগম বলেন, আমার চার ছেলে ও দুই মেয়ে। আমার অন্যান্য ছেলেরা দেখভাল করলেও বড় ছেলে পিন্টু দেখাশোনা ও খোঁজ খবর রাখেনা। কিন্তুু সে আমাকে প্রায়ই নির্যাতন করে। আমি আমার জীবনের নিরাপত্তার জন্যই মামলা করেছি। নাজেরা বেগমের মেজ ছেলে সামসুজ্জামান রন্টু বলেন, মেহেরপুর শহরে একটি মার্কেট রয়েছে। সেই মার্কেটের জমি আমার মায়ের নামে। সেই জমির কাগজপত্র দিয়ে ৫লক্ষ টাকা লোন নেন আমার বড়ভাই পিন্টু । কিন্তুু টাকা পরিশোধ না করায়

সুদ বেড়ে ১০ লক্ষ টাকা হয়েছিল এবং খেলাপি হয়ে জমি নিলাম হওয়ার কথা হচ্ছিল যার কারনে আমরা ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করি। কিন্তু সে টাকার একটিও টাকাও আমার বড়ভাই সহযোগীতা করেননি। এখন সে আবার ওই জমি জবর দখল নিতে আমাদের ও আমার বৃদ্ধা মাকে মারধর করছে। যার জন্য আমার মা বাদী হয়ে আদালতে মামলা করেছে।

মেহেরপুরে জাসদের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর ৪৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা জাসদের আয়োজনে রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাসদ নেতা আব্দুর রহিম। জাতীয় যুব জোট মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি নুরু-উছ-সাফা প্লাবনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু। এসময় তিনি বলেন,
১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর রাজধানীর পল্টন ময়দানে এক জনসভার মাধ্যমে সমাজব্যবস্থা তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান নিয়েই দলটির আত্মপ্রকাশ। নানা আন্দোলন সংগ্রামে, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দলটি এ পর্যন্ত এসেছে।
বাংলাদেশের উত্থান-পতনের সঙ্গে জাসদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামরিক শাসন, সাম্প্রদায়িক অপশক্তিসহ নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ায় জাসদের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এগিয়ে নিতে হলে সমাজতন্ত্র ও বলিষ্ট অসাম্প্রদায়িকতার বিকল্প নেই। জাসদ মনে করছে, সমাজতন্ত্রের ঝাণ্ডা হাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে।

আলোচনা সভায় জেলা, উপজেলা জাসদ ও জাতীয় যুব জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এক কোটির ৭৫ লাখই বিতরণ কর্মকর্তার উপজেলাতে

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশজ ও আমদানি বিকল্প রপ্তানীমুখী পণ্য উৎপাদনে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে প্রণোদনা দিয়েছে সরকার। সেই “ প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি” প্রকল্পে এলাকা বৈষম্য, আত্মীয়করণ ও নীতিমালা না মানার অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর বিসিক ঋণ কমিটির বিরুদ্ধে। তবে বিসিক কর্মকর্তাদের দাবি ঋণ বিতরণে কোন স্বজনপ্রীতি বা বৈষম্য করা হয়নি।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়তার লক্ষ্যে মেহেরপুর বিসিকের অনুকুলে এক কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ঋণ কর্মসূচি কমিটিতে মেহেরপুর বিসিকের উপ-ব্যবস্থাপক আশানুজ্জাান,সভাপতি শিল্প নগরী কর্মকর্তা শেখ সাইফ আহমেদ সদস্য সচিব এবং হিসবারক্ষক সাদ্দাম হোসেন ছিলেন সদস্য।
বরাদ্দের টাকা প্রথমে ফেরৎ পাঠানোর চিন্তা করলেও স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতাদের আহবানে সে ঋণ বিতরণ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তড়িঘড়ি করে ঋণ বিতরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে ঋণ কর্মসূচির বিষয়টি প্রচারণার ঘাটতির কারণে অনেক উদ্যোক্তা আবেদনও করতে পারেননি। যারা আবেদন করেছেন তাদের অনেককে ঋণ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বিসিক শিল্প নগরীর ব্যবস্থাপক ও প্রণোদনা ঋণ কমিটির সভাপতি আশানুজ্জামান মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটুমড়া গ্রামের বাসিন্দা। যে কারণে নিজ গ্রামসহ তাঁর উপজেলাতেই তিন চতুথাংশ ঋণ বিতরণ করেছেন এমন অভিযোগ উঠেছে।
প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচির তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মেহেরপুরের তিন উপজেলা ও বিসিক শিল্প নগরী মিলে ৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকা প্রণোদনা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে গাংনী উপজেলার ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে

৭৫ লাখ ১০ হাজার টাকা, সদর উপজেলার ১১টি প্রতিষ্ঠানকে ১৪ লাখ ৯৯ হাজার টাকা, মুজিবনগর উপজেলার মাত্র ২টি প্রতিষ্ঠানকে ৫লাখ এবং মেহেরপুর বিসিক শিল্পনগরীর ২টিপ্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে ৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা।
অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মোটা অংকের ঋণ গুলো দেওয়া হয়েছে ব্যবস্থাপকের বন্ধু, আত্মীয় ও এলাকাতেই। বিশেষ করে ৩২ জনের অধিকাংশ আবার তার আশেপাশোর গ্রামের উদ্যোক্তা।
তালিকা থেকে আরো দেখা গেছে, ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের ৩২টিকেও দেখানো হয়েছে খাদ্যজাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে, ৯টিকে বস্ত্র শিল্প, ২টি উৎপাদন শিল্প, একটি আসবাব শিল্প এবং একটি প্রকৌশল শিল্প। অথচ প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি প্রকল্পে উৎপাদন শিল্পকে বেশি গুরত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও ঋণ কমিটির সদস্য সচিব শেখ সাইফ আহমেদ দাবি করেছেন, মেহেরপুর কৃষি ভিত্তিক জেলা হিসেবে ডেইর ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম ও মৎস্য ফার্মকেও উৎপাদনমুখী শিল্প হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, এই তিনটি খাতের প্রতিষ্ঠানও মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগরে অনেক থাকা সত্তেও তারা কেনো পেলোনা।
বিসিক শিল্প নগরীর মেসার্স মোমিনুল ম্যানুফ্যাকচারিং লি. এর স্বত্ত্বাধিকার আজিজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমাদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্টান গড়ে তুলেছি। প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়ে আশাবাদি ছিলাম। সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা ঋণ পাওয়ার আশায় আবেদনও করেছিলাম। কিন্তু আমাকে ঋণ দেওয়া হয়নি। এমনকি কিছু বলাও হয়নি।
বিসিক শিল্পনগরীর আল মদিনা স্টিল কিং এর মালিক মনিরুজ্জামান বলেন, ভরসা না পেয়ে প্রণোদনা ঋণের আবেদন করিনি। তবে ঋণ বিতরণের পর মর্মাহত হয়েছি। বিসিকে মেসার্স মোমিনুল ম্যানুফ্যাকচারিং নামে আমদানী বিকল্প একটি ম্যানুফ্যাকচারিং রয়েছে। তাকেও এ ঋণ দেওয়া হয়নি। এ ধরণের খাতকে এগিয়ে নিতে তাকে প্রণোদনা সর্বোচ্চ ঋণ দেওয়ার দরকার ছিল।
মেহেরপুর শহরের বড়বাজারের মৌ বুটিক শপ এন্ড টেইলার্সের মালিক মাহিমা মাহাজাবিন তিথি বলেন, আমার এখানে কিছু পণ্য উৎপাদন করি। যে কারণে ৪ লাখ টাকার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু এক লাখ দেওয়া হয়েছে তাকে। তিন মাস পর থেকে কিস্তির জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩টি কিস্তি দেওয়া হয়েছে। তবে আমাকে বেশি ঋণ দিলে আমার ব্যবসা করতে সুবিধা হতো।
মেহেরপুর কোর্ট সড়কের স্কয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপের স্বত্ত্বাধিকার আবুল কালাম আজাদ বিশ্বাস বলেন, আমরার অনেক পুরাতন

প্রতিষ্ঠান। কৃষিসহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রাংশ উৎপাদন করি। বিসিকে প্রণোদনার ঋণের আবেদন করেছি। কিন্তু আমাকে এ বরাদ্দে ঋণ দেওয়া হয়নি। আমি অফিসে যোগাযোগ করলে তারা খুব বেশি গুরত্ব দেয়না। পরে ঋণ শেষ আসলে পাবেন বলে ছয় মাস ধরে ঘোরাচ্ছেন। বাংলাদেশ জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতির (নাসিব) মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি নাইমুর রহমান বলেন, ঋণ বিতরণে এলাকাকরণ করণ হয়েছে। এখানে হালকা ও প্রকৃত শিল্প উদ্যোক্তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ফলে সরকারের যে লক্ষ্যে ছিল তা বাস্তবায়নে মেহেরপুর বিসিক ব্যর্থ হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকৃত উদ্যোক্তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।
বিসিক শিল্প নগরীর আদ্র প্রিন্টার্সের মালিক ও বিসিক শিল্প প্লট মালিক সমিতির সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম খোকন বলেন, বরাদ্দটি বিতরণ না করে ফেরৎ দেওয়ার চিন্তা করছিলেন কর্মকর্তারা। তখন আমরা ফেরৎ না দিয়ে ঋণ বিতরণের বিষয়ে তাদের আহবান জানায়। যা হোক পরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তবে ঋণ বিতরণের যে বৈষম্য ও স্বজনপ্রীতি দেখা গেল তা নি নিয়ে আমি বিস্মিত। এই বৈষম্য ও স্বজনপ্রীতি করা সমিচিন হয়নি।
মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল বলেন, বিসিক শিল্প নগরীর ঋণ কমিটির এ বৈষম্য করা উচিত হয়নি। ঋণ বিতরণে তাদের আরো সতর্ক থাকা উচিৎ ছিলো।
মেহেরপুর বিসিক শিল্প নগরী কর্মকর্তা ও প্রণোদনা ঋণ কমিটির সদস্য সচিব শেখ সাইফ আহমেদ বলেন, খুব কম সময়ের মধ্যে ঋণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে মুজিবনগর ও সদর থেকে আবেদনও কম পড়েছে। গাংনী থেকে আবেদন বেশি হওয়ায় সেখানে বেশি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তার বাড়ি গাংনী হলেও আমরা কমিটির সকলে মিলেই এ ঋণ বিতরণ করেছি। এখানে কোন বৈষম্য করা হয়নি।
তবে মেহেরপুর বিসিক শিল্পনগরীর ব্যবস্থাপক আশানুজ্জামান বলেন, ঋণ বিতরণে বৈষম্য বা স্বজনপ্রীতি কোনটিই করা হয়নি। যাচাই বাছাই করে যাকে যেমন দেওয়া প্রয়োজন মনে হয়েছে তাকে তেমন পরিমানের ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

বুড়িপোতা ইউপি সদস্য পদে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন হুসাইন মিয়া

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিতে ৩নং ওয়ার্ডে ইউপি সদস্য পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন হুসাইন মিয়া ।

শনিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদে নির্বাচন কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় কর্মী-সমর্থকেরা প্রার্থীর পাশে থাকতে চান হুসাইন মিয়া । পরে হুসাইন মিয়া রিটার্নিং অফিসার কবির উদ্দীনের কাছে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন।